A Brief on
Five Accountability Tools

Right to Information
তথ্য অধিকার আইন

- কি?- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ তার অধিকার কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োগ করতে পারে (সংবিধান জনগণকে রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে ঘোষণা করেছে)। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি সেবাগ্রহীতাদের সহজে ও সুলভে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে এবং অভিযোগ করার প্রবণতা হ্রাস করে।
- রাষ্ট্রের জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে প্রণয়ন করা হয়।
- জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালের ২০ নং আইন যা ৬ এপ্রিল ২০০৯ এ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।
- এই আইনে অধ্যায় ৮ টি, ৩৭ টি ধারা এবং ১ টি তফসিল রয়েছে।
- এ আইনে যে সকল তথ্য প্রকাশে প্রদান বাধ্যতামূলক এবং যে সকল তথ্য প্রকাশে বাধ্যতামূলক নয় তা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

Right to Information
তথ্য অধিকার আইন

- তথ্য অধিকার আইন কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের গঠনপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

- গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

- সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় মন্ত্রণালয় বিভাগ এগুলোতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক স্ব স্ব ওয়েবসাইট এ হালনাগাদ করা হয়েছে।

- তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ ও সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা সমূহের উপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

Right to Information
তথ্য অধিকার আইন

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ
তথ্য অধিকার আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে
এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কার্যালয়ে সেটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

The Grievance Redress System
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

- কিঃ সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায় বদ্ধতা। এ উদ্দেশ্যে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। জনগণের নিকট প্রশ্নের জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- মূল উদ্দেশ্যঃ সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি।

- কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে এবং ভোগান্তি ছাড়া সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান।

- জনপ্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তির বিকাশ।

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০০৭ সালে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি পরিপত্র জারি করা হয় (জনপ্রশাসন সরকার কমিশন, ২০০০ এর প্রতিবেদনের আলোকে)।

- জি আর এস সফটওয়্যার এর দ্বিতীয় ভার্সনে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্ত “অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫” (পরিমার্জিত ২০১৮) প্রণয়ন করা হয়।

The Grievance Redress System
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

- ২০১৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রবর্তিত জিআরএস ওয়েবসাইট হোস্টিং করা হয় (এর মাধ্যমে জনগণ সকল মন্ত্রণালয় বিভাগের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসার সমূহের প্রচলিত পদ্ধতিতেও (অফলাইন) অভিযোগ দায়ের করা যায়)।

- GRS Software এর ২য় ভার্সন ২৫ জুলাই ২০১৮ এ হোস্টিং করা হয়। (অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা আরো বেশি ব্যবহারকারী বান্ধব ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে)।

- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ তে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/ সংস্থা ইহার নিজস্ব ও আওতাভুক্ত অফিসসমূহের নাগরিকগণের সকল মতামত গ্রহণ এবং অভিযোগ স্বচ্ছতা ও নিরপেতার সাথে নিষ্পত্তি করার বিধান রাখা হয়েছে।

সুতরাং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কে বর্তমানে প্রতিটি সরকারি/ আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

The Grievance Redress System
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়,
“সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য”

Citizens Charter
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

- কিঃ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এটি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- ১ম সুপারিশ- ২০০০ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত "একুশ শতকের জনপ্রশাসন" শীর্ষক প্রতিবেদনে।

- পরিপত্র জারি- ২১ মে, ২০০৭ (উক্ত প্রেক্ষাপটে সচিবালয় নির্দেশমালা- ২০১৪ এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়)।

Citizens Charter
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১২ সালে মাঠ পর্যায়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিকে ফলপ্রসূ করার কাজে সম্পৃক্ত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রস্তুতি এর ফরমেট অনুমোদিত হয়।

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ফরমেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়- ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ এ। (সরকারি কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ষষ্ঠ সভায়)।

- মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি তে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Annual Performance Agreement
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সরকারি কর্মকান্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার একটি আধুনিক কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মূলত সরকারের কার্যক্রমকে পদ্ধতি নির্ভর হতে ফলাফল নির্ভর করা হয়েছে।

- সাধারণত এক বছর মেয়াদে স্বাক্ষর করা হয় এবং অর্থবছর শেষে মূল্যায়ন করা হয়। (চুক্তিতে মূলত কোন কার্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে তার পরবর্তী উর্দ্ধতন কার্যালয়ের প্রধান এর মধ্যে সারিত ১ বছর মেয়াদী একটি চুক্তির যাতে উভয় চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়)।

- এটি একটি ১ বছর মেয়াদী হলেও চুক্তির প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা বা কার্যালয় কে মূলত তাদের পাঁচ বছরের তথ্যাদি বিবেচনায় নিতে হয়। যেমনঃ পূর্ববর্তী দুই বছরের অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি, বিবেচ্য বছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং পরবর্তী দুই বছরের প্রক্ষেপণ।

Annual Performance Agreement
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

- সরকারি দপ্তর বা সংস্থাসমূহ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সঙ্গে আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং তাদের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ এর সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে (মন্ত্রনালয় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে দুটি পৃথক নীতিমালা করা হয়েছে।)

Annual Performance Agreement
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি তে অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্জিত হলে সরকারের রূপকল্প ২০২১,
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

National Integrity Strategy
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- শুদ্ধাচার- নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। ব্যক্তি পর্যায়ের শুদ্ধাচার ও প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার উভয় গুরুত্বপূর্ণ।

- ভিশনঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। মিশনঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

- ১০ টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৬ টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। (এ কৌশলপত্রটিতে উল্লেখিত দশটি রাষ্ট্রীয় ও ৬ টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করা হয়েছে এবং লক্ষ্য, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন সংহত কারণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই।

National Integrity Strategy
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ"
রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে
এবং "অনুপার্জিত আয়" কে সর্বতোভাবে বাড়িত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে।

ধন্যবাদ